দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

হল দখল নয়, টিকিয়া থাকাই ছাত্রদলের নিকট বড় চ্যালেঞ্জ

মাজেদুল ইসলাম মুইট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি আবাসিক ছাত্রহল দখল নেওয়া নয় বরং হলগুলিতে শক্ত অবস্থানে টিকিয়া থাকা এখন ছাত্রদলের নিকট বড় চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র হলগুলি নিজেদের দখলে নেওয়ার তেমন প্রয়োজন নাই ছাত্রদল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার। কারণ প্রত্যেকটি হলেই তাহারা ছাত্র শিবিরের সহিত সহঅবস্থানে রহিয়াছে। তাহাদের প্রতিপক্ষ বলিয়া পরিচিত ছাত্রলীগ বা বাম-ছাত্রসংগঠনগুলির তেমন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নাই। ফলে প্রতিপক্ষের দ্বারা আক্রমণের চিন্তা তাহাদের মাথা ব্যথার কারণ নয়। মাথাব্যথা শুরু হইয়াছে এখন মিত্র বাহিনী ছাত্রশিবিরকে নিয়া।

ছাত্রশিবিরের শক্ত ঘাঁটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ইতিপূর্বে ছাত্রশিবিরের উত্থানের পর হইতে বিগত সকল সরকারের আমলেই এই ক্যাম্পাস ছিল তাহাদেরই দখলে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সফল ছাত্রসংগঠনই প্রতিপক্ষ হইয়াছে তাহাদের। এমনকি গত '৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালেও ছাত্রদলসহ কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের সহিত ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষে নিহত হইয়াছে উভয় দলের ১০ জন ছাত্রনেতা। ছাত্রদলও টিকিতে পারে নাই তাহাদের তোপের মুখে।

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ১৯৯৩ সাল হইতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই ক্যাম্পাসে ৪ বার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সহিত ছাত্রশিবিরের। ১৯৯৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে বিএনপি সরকার আমলে প্রথম সংঘর্ষ হয় ছাত্রশিবির বনাম সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের। এই সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে ৩ জনসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয় এবং আহত হয় তিন শতাধিক, যাহাদের অধিকাংশ পরবর্তীতে পঙ্গুত্ব বরণ করেন।

একই বছর ১৮ই সেপ্টেম্বর শেষ রাতে আবারও ছাত্রশিবির ও ছাত্রঐক্যের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ এবং হলগুলিতে ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই সংঘর্ষে ছাত্রমৈত্রী নেতা জুবায়ের চৌধুরী রিমু ছাত্রশিবির কর্মীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়।

১৯৯৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ছাত্রশিবির ছাত্রদলের মধ্যে পুনরায় এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ছাত্রশিবির কর্মী মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজী নিহত হয়। পরের দিন ছাত্রশিবির কর্মীরা প্রতিশোধ হিসাবে বাস থামাইয়া ছাত্র মৈত্রী নেতা রূপমকে হত্যা করে।

'৯৬ সালের ৬ই মার্চ শেষবারের মত ছাত্রশিবিরের হাতে নিহত হয় জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) সাধারণ সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান।

'৯৬ সালের পর আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষয়ী কোন সংঘর্ষ বাধে নাই। এই সময় সংঘর্ষ না বাঁধার পিছনে কাজ করিয়াছে জাতীয় রাজনীতি। জামায়াত ও বিএনপি লিয়াজো করায় ছাত্র শিবির ও ছাত্রদল কলহ এড়াইতে দূরে দূরে থাকিয়াছে। উভয়েই আন্দোলন করিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে। তবে অবস্থান ছিল পৃথক পৃথক মাঠে। বর্তমানে এই ক্যাম্পাসে উভয়ের অবস্থানই শক্ত। ধনকো কারণে উভয়েই ছাড় দিতে নারাজ। বিএনপি সরকার গঠনের পর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পরিবর্তন করিয়া তাহারা দুই প্রান্তে অবস্থান নিবে। এই ক্যাম্পাসের রাজা হইবে কাহারা তাহারই লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলিবে। এই সন্দেহ এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও এলাকাবাসীর মুখে মুখে।